রমিজ নীতির দশম বৈশিষ্ট্য

নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন:

স্রষ্টাকে পাবার জন্য পৃথিবীতে বহুধর্ম, বহুপথ ও বহুমত রয়েছে। প্রত্যেক ধর্ম, মত ও পথে মানুষের সৎ চরিত্র গঠন করার একটি সাধারণ আদেশ ও উপদেশ আছে। সৎ চরিত্রবান না হলে কোন পদ্ধতিতেই স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করার পথ এবং অবকাশ নেই।

যার চরিত্র নষ্ট হয়েছে তার সর্বস্ব-ই নষ্ট হয়েছে। যার ভাল চরিত্র নেই তার কিছুই নেই।

উত্তম চরিত্র গঠন করাই মানুষের সর্বপ্রথম লক্ষ্য থাকা উচিৎ। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর চরিত্র পৃথিবীতে অতুলনীয়। তিনি ছিলেন প্রথমতঃ সত্যবাদী ও সত্যের প্রতীক এবং মানব জাতির জন্য আদর্শ। সত্যবাদী বলে তাঁকে সমকালীন সর্বলোকে আলামীন খেতাব দিয়েছিলেন।

যত ধর্ম অবতার, নবী-রসূল, মহামানব, পীর-মুর্শিদ, অলী আল্লাহ্ ও গাউছ-কুতুব আছে সবার ইতিহাসে বা জীবনীতে সত্যবাদিতা ও সর্বোত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁদের জীবনাচরণ পর্যবেক্ষণ করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সৎ চরিত্রবান হওয়ার পূর্বশর্ত হলো সত্যবাদী হওয়া। আবার সত্যবাদী হতে হলে সর্বপ্রথম আচার-আচরণে, কথায় ও কাজে-কর্মে, আদেশ ও উপদেশে সর্বপ্রকার মিথ্যা বর্জন করতে হবে। আরো বর্জন করতে হবে প্রবঞ্চনা, বর্জন করতে হবে সমাজবিরোধী অসৎ কর্মকান্ড ও ছিন্ন করতে হবে মিথ্যার সঙ্গ। তাই রমিজ বিশ্ব বিধাতা বা সৃষ্টির স্রষ্টার কাছে তাঁর ভাষায় বলেছেন- *"মাগো এবার কর বিচার*
কেটে দেওগো মায়ার বাঁধন
জানাইগো চরণে তোমার"।

- ১। মা তুমি থাক অন্তরে, জান তুমি যে যা করে
  জানাইগো চরণ ধরে, মিথ্যার সঙ্গে ছিন্নগো আমার।
- ২। প্রবঞ্চনা বিধান বিরোধী, অসৎ কর্ম মিথ্যাবাদী
  তারা মহাঅপরাধী, শান্তি ভবে দিওনা কার।
- ৩। রমিজ বলে সব গোপন, জান তুমি কে কার আপন
  কেটে দেওগো কর্মের বন্ধন, পুরা কর বাসনা তার।

বাণী নং-১৩ (স্বর্গে আরোহণ)

গুরু রমিজ উক্ত বাণীতে পার্থিব জগতে যত মোহ মায়া আছে তা কর্তন করতঃ তাঁকে স্রষ্টাগত মন-প্রাণ সৃষ্টি করার জন্য বিচার বিবেচনা করার নিমিত্তে বিধাতার বিধানে অনুগত হয়ে আবেদন-নিবেদন করছেন।

মাতারূপী স্রষ্টা ভক্তের অন্তরে থেকে অন্তর্যামী হয়ে যে যা করে সবই জানেন। বিধাতার চরণ ধরে অর্থাৎ বিধির বিধানে অনুগত হয়ে স্রষ্টাকে পাবার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার মিথ্যা ও ছলনা বর্জন করেছেন।

প্রবঞ্চনাকারী, অসৎ ও মিথ্যাবাদী তারা সকলেই স্রষ্টার বিধান বিরোধী। তাদেরকে গুরু রমিজ বিধাতার আইনে বা বিধানে "মহা অপরাধী" (যে অপরাধের ক্ষমা নেই) বলে অ্যাখ্যায়িত করেছেন।

উক্ত পাপে জড়িত যারা, তারা স্রষ্টার বিধানমতে শান্তি পেতে পারে না।

রমিজ আরো বলেছেন, যে বা যারা উক্ত অপরাধের অপরাধী নয়, তা কেবল মাত্র বিধাতাই জানেন, কারণ বিধাতা সকলের গোপন তথ্যই অবগত আছেন। কে কার আপন কে কার পর সবই স্রষ্টা জানেন। অর্থাৎ স্রষ্টার বিধান কে মানে, আর কে মানে না, তা স্রষ্টাই অবগত আছেন।

তাই, যারা নিরপরাধী তাদেরকে কর্ম-মুক্ত বা ভেজালমুক্ত করতঃ আত্মিক বাসনা পুরা করার জন্য গুরু রমিজ এখানে স্রষ্টার নিকট আবেদন করছেন।

অতঃপর সৎ চরিত্রবান হতে হলে ষড়রিপু ***(কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য)*** ত্যাগ করতে হবে। ষড়রিপু বর্জনের সাথে সাথে ইন্দ্রিয়াদি তাড়িত অসৎ কর্ম বন্ধ করতে হবে।

ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত হয়ে মানুষ ষড়রিপু ও অন্যান্য পাপ কর্মে লিপ্ত হয়। তা হলে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা দরকার।

ইন্দ্রিয়– যে সকল অঙ্গ বা শক্তি দ্বারা পদার্থের বা বাহ্য বিষয়ের উপলব্ধি বা জ্ঞান জন্মে এবং কর্ম সাধন করা যায় উহাদিগকে ইন্দ্রিয় বলা হয়।

ইন্দ্রিয় মোট চৌদ্দটি যথা ঃ

(ক) চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক-এ পাঁচটি **জ্ঞানেন্দ্রিয়**।

(খ) বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ- এ পাঁচটি **কামেন্দ্রিয়**।

(গ) মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত- এ চারটি **অন্তরিন্দ্রিয়**।

বিঃ দ্রঃ (মন সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালক)

উপরোক্ত ষড়রিপু ও ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়ে মানুষ আমাদের দেশের রেওয়াজ বা রীতি অনুযায়ী গুরু রমিজের ভাষায় *এগার ধরণের পাপ কার্যে জড়িত হয়*।

ভক্তদের জানার জন্যে এবং এগুলো বর্জনের জন্য উক্ত এগার ধরণের পাপ কার্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

- *১। নর/নারী হত্যা করা।*
- *২। অপগর্ভ করতঃ ভ্রুণ হত্যা ও গর্ভধারিনী হত্যা করা।*
- *৩। জীব হত্যা করা বা মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খাওয়া।*
- *৪। চুরি, ডাকাতি, অপহরণ ইত্যাদি করা।*
- *৫। পরস্ত্রী হরণ/পরস্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ মিলন।*
- *৬। পুরুষে পুরুষে/নারীতে নারীতে সমকামিতা।*
- *৭। স্ত্রী লোকের যোনীদ্বারের পরিবর্তে গুহ্যদ্বার ব্যবহার করা।*
- *৮। হস্তমৈথুন করা।*
- *৯। প্রবঞ্চনা করা।*
- *১০। পশুর সঙ্গে সঙ্গম করা।*
- *১১। ফকিরী সাধনের উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন কারণে **মল, মূত্র, বীর্য ও মহিলাদের স্ত্রীরজঃ (মাসিক রক্তস্রাব)** পান করা।*

* উল্লেখ্য যে, রমিজ তাঁর ভক্তদের জন্য উক্ত কর্মগুলো চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, -

- ১। সত্যবাদী হওয়া
- ২। মিথ্যা বর্জন করা
- ৩। ষড়রিপু ও ইন্দ্রিয়ের বশীভূত না হওয়া এবং
- ৪। রমিজ বর্ণিত এগার ধরণের পাপ কার্যে জড়িত না হওয়া মানব জীবনে মহা সাধনার বিষয়। এভাবে কলুষমুক্ত জীবন গড়তে হলে এবং সর্ব প্রকার পাপ ও পাপাচার হতে বিরত

থাকতে হলে সৎ লোকের সঙ্গ এবং একজন নিষ্ঠাবান সদ্‌গুরু বা চেতন গুরুর ভক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গ লাভ করতে হবে। কুসঙ্গ বর্জন পূর্বক কলুষমুক্ত পরিবেশে থাকতে হবে। আজীবন অনাচার, অত্যাচার, পাপাচার ও ইন্দ্রিয়াদির সকল আসক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। সংগ্রাম করতে হবে নিজ আত্মার জীবত্ববোধের বিরুদ্ধে। সংগ্রাম করতে হবে নিজের শুদ্ধ আত্মিক আচরণ দিয়ে সকল অনৈতিক অনাচারের বিরুদ্ধে। বিবেককে কাজে লাগিয়ে চেতন গুরু প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা, মনের কুমতিকে বর্জন পূর্বক মন-মাঝিকে জয় করার সংগ্রাম করতে হবে। সংগ্রাম করতে হবে অনিত্য সংসারের অস্থায়ী মায়া প্রেম সাধ বর্জন পূর্বক আধ্যাত্মিক জগতের নিত্য ও চিরস্থায়ী স্রষ্টা-প্রেমের নিস্কাম প্রেমে মগ্ন থাকার জন্য। যুগ যুগান্তরের সকল নবী, রাসূল, মহামানব, পীর-পয়গম্বর, মোর্শেদ, মুণি-ঋষি ও অধ্যাত্ম জগতের সকল মহামানবের সর্ববাদী সম্মত সত্য মানবতাবাদকে নিজের মন ও মননে, জীবন ও জীবনাচরণে এবং কর্ম ও কর্মাচরণে সঠিক প্রতিফলন ঘটাতে হবে। আদিকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত স্রষ্টা প্রেমিকগণ আত্মচরিত্র গঠনের জন্য সৎগুরু সঙ্গ করে আত্মতত্ত্ব জেনে তত্ত্ববিদ হয়ে **সাঁঈ বা প্রভূর নিগুঢ় লীলা** দেখার চেষ্টা করে আসছেন। রমিজ নীতির দশ নং বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে এতক্ষণ পরিষ্কারভাবে জানা গেল যে, নিস্কলুষ চরিত্র গঠনের জন্য সারা জীবন ব্যাপি অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার, অসৎ কর্ম ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। উক্ত সংগ্রামে জয়ী হলে আত্মবোধ সৃষ্টি হবে, আধ্যাত্মিক দর্শন খুলে যাবে, খুলে যাবে অন্তর্চক্ষু, জানা যাবে স্রষ্টা বা সাঁঈর নিগুঢ় রহস্য ও নিগুঢ় তত্ত্ব। চরিত্র হয়ে যাবে নিস্কলুষ।

আর তা হলেই পরমাত্মার পরমত্ব অর্জন করতঃ বিশ্ব প্রকৃতি ও বিশ্ব স্রষ্টার জাতের সাথে বিলীন বা লয় হওয়া যাবে।

** আরো উল্লেখ্য যে, পরমত্ববোধের কিঞ্চিত মাত্র বাকী থাকলেও চরিত্র নিস্কলুষ হবেনা এবং স্রষ্টাতে বিলীন হওয়া সম্ভব হবেনা। কেবল সর্বদা, সর্বস্থানে, সর্ব প্রকার পাপ বর্জন করলেই আত্মা কলুষমুক্ত হওয়া সম্ভব এবং স্রষ্টাতে বিলীন হয়ে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ পাওয়া সম্ভব।

তাই সূফি রমিজ তার সিদ্ধবাক্যে বলেন-

"তোমার মধ্যে যত ভেজাল করিলে বর্জন
স্রষ্টার অনুগ্রহ তুমি পাইবে তখন"।

উপদেশ-৮ (স্বর্গের সুধা)

এখানে, মহাগুরু রমিজ তাঁর ভক্তবৃন্দকে স্রষ্টার অনুগ্রহ এবং কৃপা লাভ করার জন্য ভক্তের দেহ, মন, হৃদয়, আত্মার যত পাপ আছে সব বর্জন করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন।

তিনি তাঁর ভাষায় আরেক বাণীতে বলেছেন-

"রমিজ বলে গুরুর কাছে, জানাও যত দোষ আছে
নইলে কিন্তু পরবি পেঁচে, সমনে করবে বন্ধন"।

বাণী-৫৫ (স্বর্গে আরোহণ)

উক্ত বাণীতে গুরু রমিজ তাঁর ভক্তদের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্য করণীয় বিধানের আদেশ দিয়েছেন। রমিজ তাঁর ভক্তগনকে প্রত্যেকে জীবনে যত পাপ করেছেন সকল পাপ গুরুর কাছে অকুণ্ঠ চিত্তে প্রকাশ করার আহ্বান করছেন।

উল্লেখ্য যে, পাপ লাঘবের জন্য নিজের জানা মতে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যত পাপ করা হয়েছে তা সদ্‌গুরুর নিকট প্রকাশ করাই হচ্ছে গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করা। আর তা হলেই গুরু তাঁর বিধান মতে ভক্তদের উক্ত পাপাচার হতে মুক্তি পাবার সৎকর্ম করাবেন এবং সৎ কর্মের মাধ্যমে তাঁর ভক্ত পাপমুক্ত হবেন। একই সাথে উক্ত ছন্দে

হুসিয়ার করতঃ বলা হয়েছে যে, কৃত পাপসহ আত্মসমর্পণ না করলে বিধানের ধারায় সমস্যায় বন্দী হয়ে যাবে এবং অসৎ কর্মের জন্য তার ফল ভোগ করতে হবে।

ভক্তকে নিস্কলুষ চরিত্র গঠনের জন্য মহাগুরু রমিজ যুগোপযোগী ও যুগান্তকারী, এক চৈতন্যময় সাড়া জাগানো বাণী রচনা করেছেন।

উক্ত বাণীতে তাঁর ভাষায় তিনি ডাক দিয়েছেন যে,

"জাগরে এবার মেলরে আঁখি
বলেরে হুংকারে কর্ণকুহরে দিন নাই বাকী"।

- ১। আর কত চাও ঘুমাইতে, চল চেতনার দেশেতে
  জাগো সত্যের সন্ধান নিতে পিঞ্জিরার পাখি।
- ২। বিজয়ী হও তুমি আত্মশাসনে, দূর কর ভেজাল মহাজ্ঞানে
  জ্ঞানের সেবক হও ভূবনে, ছেড়ে দেও ফাঁকি।
- ৩। রমিজ বলে হও সাবধান, ষড়রিপু কর বলিদান
  জীবনে একবার কোরবান সেই কর্ম সাক্ষী।

বাণী-৫৯ (স্বর্গে আরোহণ)

এই বাণী মহাগুরু রমিজের সাড়া জাগানো, চৈতন্যময় সিদ্ধবাক্য। এ বাণী রমিজের মতবাদ ও বিধানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করছে।

নিস্কলুষ চরিত্র এবং নিষ্ঠাবান হতে একজন মানুষের যে কর্তব্য রয়েছে তার সকল দিকই এতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। রমিজ নীতির দশ নম্বর বৈশিষ্ট্যের সবগুলো উপকরণ এ বাণীতে বিদ্যমান আছে।

মানুষ সাধারণতঃ চেতনাবিহীন অবস্থায় থাকে। স্বাভাবিক জীবন যা প্রয়োজন তাই করে থাকে। তাঁর বাহিরে অধ্যাত্ম বিষয়ে খুব একটা চিন্তা-ভাবনা কেউ করেনা এবং করতে চায়না। অধিকাংশ লোকই সাধারণ জীবন নিয়ে ব্যস্ত। স্রষ্টা ও সৃষ্টি বিষয়ে মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায়

আছে। ঘুমন্ত সন্তানকে যেমন তাঁর মা সকাল বেলা ডাক দিয়ে জাগায় তেমনিভাবে গুরু রমিজ তাঁর সকল ভক্তকে জাগরণের জন্য ডাক দিয়েছেন। তবে, এ ডাক পার্থিব জগতের ঘুম হতে জাগার ডাক নয়। এ ডাক হচ্ছে আত্মচেতনার ডাক। এ ডাক হচ্ছে, অবচেতন দেহ মন-হৃদয়-আত্মাকে চেতনার ডাক, আরো হচ্ছে লুপ্ত জ্ঞানকে জাগানোর ডাক।

রমিজ তাঁর ছন্দে ও ভাষায় বলেন ***"জাগরে এবার মেলরে আঁখি"***। অবলুপ্ত জ্ঞান ও জ্ঞানের চক্ষু বা অন্তর্চক্ষুকে চেতনগুরু (সদ্‌গুরু) প্রদত্ত চেতনার (মহাজ্ঞান) মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি অর্জন করার ডাক দিয়েছেন মহাগুরু রূপী রমিজ। রমিজ তাঁর ছন্দে আরো বলেন ***"বলেরে হুংকারে কর্ণ কুহরে দিন নাই বাকী"***। এখানে রমিজ আত্মতত্ত্বের ও গুরুতত্ত্বের তত্ত্ববাণী এমনভাবে ভক্তদের হৃদয়-মনে-কর্ণে পৌঁছিয়েছেন যেন এ বাণীর সুর বা ধ্বনী দেহধারী হৃদয়-মন-কর্ণকে ছাড়িয়ে অতীন্দ্রিয় দেহ-মন-কর্ণ ও হৃদয়ে বিধৃত হয়েছে। এই ধ্বনী বা ডাক এমনভাবে দেয়া হয়েছে যেন ইহা ভক্তদের কর্ণমূল ভেদ করে হৃদয় অন্তরে পৌঁছে যায়।

অতঃপর তিনি ভক্তবৃন্দকে চেতনার দেশে চলে আসার জন্য আহ্‌বান করছেন। তাঁর মতে, *চেতনার দেশ বলতে যে পরিবেশে গমন করলে আত্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টি বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করা যায় উহাকেই বুঝায়*। যেখানে গেলে সত্যের সন্ধান মিলবে অর্থাৎ চেতন গুরু বা সদ্‌গুরুর সান্নিধ্য পাবে। উল্লেখ্য যে, গুরুই অধ্যাত্ম বিষয়ক পরমতত্ত্ব।

উক্ত বাণীতে মানুষকে পিঞ্জিরার পাখি রূপে অ্যাখ্যায়িত করা হয়েছে। পাখি যখন পিঞ্জিরায় আবদ্ধ থাকে, পিঞ্জিরার খাচায় আবদ্ধ থাকা অবস্থায় তার মুক্তি নাই। মানব আত্মাও তদ্রুপ মানবদেহ ধারণ করে তার ভিতর আবদ্ধ অবস্থায় আছে। মানবাত্মা রূপ পাখি ষড়রিপু,

বিভিন্ন প্রকার পাপ ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বেষ্টিত হয়ে আছে। তাই, রমিজ ভক্তদেরকে গুরুসঙ্গ করতঃ মহাজ্ঞান অর্জন করে, আত্মশাসনে সকল ভেজাল (সর্বপাপ) দূর করে, সর্বপাপ হতে মুক্তি লাভ করতঃ নিজকে নিজে চিনে আত্মার বিজয় (চৌরাশি লক্ষ যোনী হতে মুক্তি লাভ) লাভ করা বা বিজয়ী হওয়ার ডাক দিয়েছেন এবং আদেশ করেছেন।

মহাজ্ঞানই স্রষ্টা। স্রষ্টার সেবা করা আর জ্ঞানের সেবক হওয়া একই কথা। আর জ্ঞানের সেবক হয়ে জ্ঞানী হলে ফাঁকি, প্রবঞ্চনা ও আত্মপ্রঞ্চনা কিছুই করা সম্ভব নয়।

সর্বশেষে সাধক রমিজ তাঁর ভক্তদেরকে ষড়রিপু বলিদানের আদেশ দিয়েছেন। ষড়রিপু বলিদান মানে দেহ মন থেকে ষড়রিপু ত্যাগ বা বিসর্জন করা। ***নিজ দেহ মন থেকে সম্পূর্ণরূপে সারা জীবনের জন্য উহাদিগকে সমূলে ত্যাগ করাই হলো কোরবান। পশু কোরবান করার মারফত ও আধ্যাত্মিক অর্থ হচ্ছে নিজের মধ্যে আশ্রিত সকল প্রকার পাশবিক সত্তা সমূহকে আজীবনের জন্য বর্জন করা বা বিসর্জন দেয়া।***

স্রষ্টার কাছে হৃদয়, মন, জ্ঞান, বিবেক, ইন্দ্রিয় এবং অতীন্দ্রিয় সকলই এ জাতীয় কোরবানের সাক্ষী হয়ে থাকবে। এ কোরবানের পরই মানবের চরিত্র হয়ে যায় নিস্কলুষ। আর এ নিস্কলুষ চরিত্র গঠনের কথাই রমিজ নীতির দশ নম্বর বৈশিষ্ট্যে উল্লেখিত হয়েছে।